

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ

গৃহকর্মী নির্যাতনের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো প্রমাণ করে আমরা কতটা অমানবিক হয়ে উঠেছি- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

‘গৃহশ্রম ও দারিদ্র্যের আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। জীবন-জীবিকার সংগ্রামে গৃহে শিশুশ্রমের পরিমাণ বাড়ছে। গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুরা সামর্থ্যের বাইরে শ্রম, নিম্নমানের পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা, পুষ্টিকর খাবার ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হওয়া ইত্যাদিতে বাধ্য হচ্ছে। পাশাপাশি, নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে অত্যন্ত অমানবিক জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। সমাধানের জন্য সামগ্রিক পরিসর অর্থাৎ আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিসর বিবেচনায় নিতে হবে এবং গবেষণাধর্মী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা উচিত। আইনটি যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট লক্ষ্যনির্ভর পদক্ষেপ নিতে হবে। আইনটি যাতে শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার পাশাপাশি যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করে তা খেয়াল রাখতে হবে। আইন প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতা কোনোভাবেই কাম্য নয়’।

আজ ২২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত "গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর অধিকার ও সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব কাজী আরফান আশিক, উপপরিচালক জনাব এম. রবিউল ইসলাম, শাপলা নীড়ের কান্দি ডিরেক্টর জনাব তমোকো উছিয়ামা, শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ সরফুদ্দিন খানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, ‘গৃহকর্মী নির্যাতনের সাম্প্রতিক যেসব ঘটনা দেখছি সেগুলো প্রমাণ করে আমরা কতটা অমানবিক হয়ে উঠেছি। আমাদের মন-মানসিকতা কতটা নিচে নেমে গেছে সভ্য সমাজের বহিঃপ্রকাশ আমাদের মাঝে নেই। আমাদের মানবিক ও শিক্ষিত সমাজ নির্মাণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে আমরা গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগগুলো খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি। গৃহকর্মী খাদিজা ও প্রীতি ওরাং-কে নির্যাতনের বিষয়ে কমিশন কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে যেগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। বক্তব্য প্রদানকালে ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ চিকিৎসা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ‘সম্প্রতি ডাক্তারদের অনৈতিক ও অমানবিক আচরণের সংবাদ আমাদের উদ্ভিন্ন করেছে। সুন্নতে খৎনা ও প্রসূতির ভুল চিকিৎসা সংক্রান্ত খবরগুলো প্রমাণ করে আমাদের সামাজিক কতটা অবক্ষয় হয়েছে। নৈতিকতা বিবর্জিত চিকিৎসা আমাদের কাম্য নয়’।

স্বাক্ষরিত/-

ফারহানা সাঈদ

উপপরিচালক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন